পার্টনার ফারমার্স হাব অবকাঠামো নির্মান ও পরিচালনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)” শীর্ষক প্রকল্পের পক্ষে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি

এবং

পার্টনার ফার্মারস হাব নির্মাণে নির্বাচিত উদ্যোক্তা অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত বৈধ প্রতিনিধি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU):

এ সমঝোতা স্মারকে উদ্যোক্তা (জমির মালিক) অথবা তাঁর বৈধ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ১ম পক্ষ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ২য় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রেক্ষাপটঃ

দ্রুত পরিবর্তনশীল কৃষি ব্যবস্থায় গ্রাম পর্যায়ে আধুনিক কৃষির সম্প্রসারণ ও বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সংযুক্তকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন খুবই জরুরী। বিরূপ জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষিতে তরুনদের আগ্রহের অভাব আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাণিজ্যিকরণে বড় চ্যালেঞ্জ । বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনায় উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সঠিক বাজার সংযোগের অভাব এবং চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অনুপস্থিতি কৃষির অগ্রগতিতে বাধাগ্রস্ত করছে, যার ফলশ্রুতিতে কৃষি ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হচ্ছে না।

এ প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)” শীর্ষক প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হিসেবে গ্রামীন পর্যায়ে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ভ্যালু চেইনের অংশীদারদের একত্রিত করে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে যা “পার্টনার ফার্মারস হাব” নামে পরিচিত। ফার্মারস হাব এমন একটি ব্যবসায়িক সেবা উদ্যোগ যা স্থানীয় কৃষি উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সেখানে কৃষকগণ একই ছাতার নীচে কৃষি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সেবা, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি ও পরামর্শ পাবেন। অধিকন্তু বড় বড় কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং রপ্তানীকারকগণ এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য সংগ্রহ করার সুযোগ পাবেন।

এক কথায় গ্রামীন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিতব্য এ “ফার্মারস হাব” একটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স” এর ভূমিকা পালন করবে যা কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ সহজলভ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে যা টেকসই উৎপাদন এবং বিপণন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ফারমার্স হাবের অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহঃ

০১। কৃষিপণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উন্মুক্তস্থান;

০২। কালেকশন পয়েন্ট কর্নার, কৃষিপণ্য ওয়াশিং, প্যাকিং, ওজন করা ইত্যাদি।

০৩। কৃষিপণ্য ওয়াশিং ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য মোটর চালিত সাবমার্সিবল/টিউবওয়েল, পানির ট্যাংক ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদি;

০৪। স্বাস্থ্যসম্মত পাকা টয়লেট;

০৫। অন্যান্য কৃষি উপকরণ (সার, বীজ ইত্যাদি) প্রর্দশন, বিক্রয় ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ সেবার জন্য নির্ধারিত একটি রুম;

০৬। গুনগতমানসম্পন্ন চারা উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য পলিশেড চেম্বার;

০৭। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি) পদ্ধতির আওতায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়, প্রদর্শনী ও ক্রেতার সাথে সংযোগের জন্য একটি নিরাপদ কৃষি পণ্যের কর্ণার;

০৮। খুটি ও জিআই তার নির্মিত নিরাপত্তা বেষ্টনি।

ফারমার্স হাবের সেবাসমূহঃ

০১। মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ বিক্রয় (চারা, বীজ, সার ও অন্যান্য);

০২। ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সেবা (সংগ্রহ করার যন্ত্রপাতি যেমন: ধারাল অস্ত্র, জালি; পরিবহনের জন্য ক্র্যাট, ভ্যান; পণ্য ওয়াশ, ওজন, প্যাকিং উপকরণ যেমন; কার্টুন, বস্তা সহ প্যাকিং করার সুবিধা;

০৩। ফসল ক্রয় ও বিক্রয়ের সুবিধা;

০৪। কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া/বিক্রয়;

০৫। কৃষি বিপণন বিষয়ক দক্ষ পরামর্শক সেবা।

ফারমার্স হাব উদ্যোক্তার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধাসমূহঃ

০১। ফরমার্স হাব উদোক্তা হাবের পলিসেডে মাটি বিহীন পদ্ধতিতে উৎপাদিত গুনগত মানসম্পন্ন নিরাপদ সবজীর চারা বিক্রি করে আয় করতে পারবে। সুবিধামত অন্য হাবের উৎপাদিত চারা বিক্রির মাধ্যমেও লাভবান হতে পারবেন। এছাড়া অন্যান্য কৃষি উপকরণ যেমন; বীজ, সার, জৈব বালাইনাশক বিক্রি করেও আয় করার সুযোগ রয়েছে।

০২। হাবে রক্ষিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন; চারা রোপন যন্ত্র, পাওয়ার স্প্রেয়ার, ওজন যন্ত্র, মিনি টিলার ভাড়া দিয়ে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিক্রি করে হাব উদোক্তা আয় করতে পারবে। এছাড়া অন্য হাব থেকে বিভিন্ন ভারী যন্ত্রপাতি যেমন; কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, কর্ন সেরার, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এনে ভাড়া দিয়ে আয় করতে পারবেন।

০৩। ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ভাড়া দিয়ে (চাকু, ক্রেট, ভ্যানগাড়ী) ও বিক্রি করে (র‍্যাপিং পেপার, কার্টুন, ক্রেট, জ্যাকেট, পলিথিন) আয় করতে পারবেন।

০৪। হাব উদ্যোক্তা বাজার মূল্যে নির্ধারিত দামে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করে আয় করতে পারবেন। এছাড়া কৃষক চাইলে হাবের মালিক সরাসরি কমিশনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রিতে সহযোগীতা করে আয় করতে পারবেন এক্ষেত্রে কমিশন অবশ্যই আড়ৎদারের চেয়ে কম নিতে হবে।

০৫। হাবের মালিক এবং বিজনেস স্কুলের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ম্যাচিং গ্রান্ট নীতিমালা অনুযায়ী পার্টনার প্রোগ্রাম থেকে পরিবহন সুবিধা (মিনি ট্রাক/পিকআপ) নিতে পারবে।

০৬। হাবের মালিক বা নির্বাচিত ম্যানেজারকে **সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (এসএএফ বাংলাদেশ)** এর মাধ্যমে প্রোগ্রামের আওতায় হাব পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও হাব পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

০৭। একজন তরুণ/যুবক/নারী এলাকায় দক্ষ কৃষি বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন (উদ্যোক্তা নিজে বা অপারেশন ম্যানেজার বিষয়টির সেবা প্রদানকারী হতে পারবে) যা তাকে সামাজিকভাবে পরিচিত করবে।

০৮। একজন ফারমার্স হাব উদ্যোক্তা ভবিষ্যতে নিজেকে এলাকার কৃষি উন্নয়নে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবেন।

ফারমার্স হাব পরিচালনায় দায়-দায়িত্বঃ

১ম পক্ষের দায়-দায়িত্বঃ

০১। অবকাঠামো নির্মানের জন্য উদ্যোক্তা নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে জমি যথাসময়ে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

০২। উদ্যোক্তা পার্টনার ফার্মারস হাব নির্মাণ কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

০৩। চলতি মূলধন হিসেবে ‘ফার্মারস হাব’ ব্যবসা পরিচালনার জন্য নগদ টাকা (বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ) বিনিয়োগ করবেন।

০৪। সর্বদা ফারমার্স হাব ব্যবসা চালু রেখে কৃষকদের নিকট প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ বিক্রয় করবেন ও কৃষকের উৎপাদিত পন্য ক্রয় বিক্রয় করবেন বা ক্রয় বিক্রয়ের সহায়তা করবেন।

০৫। উদ্যোক্তা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ‘ফার্মারস হাব’ এর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

০৬। ফার্মারস হাবে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল উদ্যোক্তা নিজে পরিশোধ করবেন।

২য় পক্ষের দায়-দায়িত্বঃ

০১। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ‘ফার্মারস হাব’ এর নির্মাণ কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

০২। সময়ে সময়ে উদ্যোক্তা ও অংশীজনের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

০৩। ‘ফারমার্স হাব’ পরচিালনায় উদ্যোক্তাকে সার্বিক পরার্মশ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

সাধারণ শর্তাবলীঃ

০১। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপএ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)” প্রকল্পের আওতায় একটি হাব নির্মাণের জন্য উদ্যেক্তা জনাব…….. পিতা…… মাতা……

জেলা..... উপজেলা..... ইউনিয়ন..... গ্রাম..... এর নিম্নবর্ণিত তপসিল মোতাবেক শতাংশ জমি ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নিজের ফারমার্স হাব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে ব্যবহার করবেন ।

জমির তফসিলচৌহদ্দী

খতিয়ান নং: দাগ নং: জেএল:

মৌজা: উপজেলাঃ জেলাঃ

০২। যেহেতু কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হাব অবকাঠামো নির্মান ও বিভিন্ন উপকরণ বা সেবা সম্প্রসারণের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করবে তাই উদ্যোক্তা ও কৃষি বিপণনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে এ সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হচ্ছে যাতে চুক্তি সম্পাদনের দিন হতে কম পক্ষে ১০ বছর উক্ত স্থানটি শুধুমাত্র ফারমার্স হাব ব্যবসা পরিচালনার কাজে উদ্যোক্তা ব্যবহার করতে পারবেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই জায়গাটি ব্যবহার করা যাবেনা।

০৩। পার্টনার ফার্মারস হাব অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্ধারিত জায়গাটি উদ্যোক্তার একক মালিকানায় থাকতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বাবা-মা বা পরিবারের অন্য কারও নামের জমি হলে অথবা লিজ নিয়ে থাকলে উদ্যোক্তার অনুকুলে ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ১০ বছরের জন্য ভাড়া বা ব্যবহারের চুক্তিপত্র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সময় অবশ্যই কৃষি বিপণন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

০৪। পার্টনার হাব অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমি অবশ্যই রাস্তার লেভেলে উঁচু হতে হবে। জমি ভরাট বাবদ পার্টনার-ডিএমএ থেকে উদ্যোক্তাকে কোন অর্থ প্রদান করা হবে না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জমি ভরাটের জন্য ব্যয়ের প্রয়োজন হলে উদ্যোক্তা নিজে বহন করতে হবে।

০৫। প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত এবং মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পার্টনার ফারমার্স হাব পরিচালনা নির্দেশিকার আলোকে হাবের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

০৬। চুক্তিকালীন সময়ে উদ্যোক্তা ফারমার্স হাব পরিচালনায় অসামর্থ্য বা অনাগ্রহী হলে অথবা কৃষি বিপণনের কাছে গ্রহনযোগ্য কোন কারণ ছাড়া একটানা দুই মাস ফারমাস হাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখলে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমস্ত স্থাপনা, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবেন।

০৭। চুক্তির মেয়াদ শেষে উদ্যোক্তা হাবে স্থাপিত অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ কেবলমাত্র তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। হাবে স্থাপিত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি এবং স্থাপনা কোন অবস্থাতেই বিক্রয় করতে পারবেন না। তবে ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য হাব স্থানান্তর বা হস্তান্তর করতে চাইলে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপপরিচালকের সুপারিশ ক্রমে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে করা যেতে পারে। অন্যথায়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যেকোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

০৮। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

০৯। পার্টনার-ডিএএম প্রকল্প বা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হাব পরিচালনার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করলে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। প্রয়োজনের তাগিদে আলোচনা সাপেক্ষে এ সমঝোতা স্মারক (MOU) সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনযোগ্য।

পার্টনার ফার্মারস হাব নির্মাণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা এবং উদ্যোক্তা উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অদ্য..... তারিখ, রোজ.....বার এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলোঃ

১ম পক্ষ (উদ্যোক্তা)

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

তারিখঃ

<u>প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী</u>

১। স্বাক্ষরঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

২। স্বাক্ষরঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

২য় পক্ষ (কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের)

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা

তারিখঃ

<u>দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী</u>

১। স্বাক্ষরঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ

২। স্বাক্ষরঃ

নামঃ

ঠিকানাঃ